দৈনিক বাংলা
তারিখ 16 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষার মাধ্যম বাংলা চাই।।
বাংলা ভাষা পড়ব না

ইংরেজী পড়ব না, বাংলা পড়ব না, পরীক্ষা দেব না, ক্লাসে যাব না—এমনিসব দাবি নিয়ে দেশের বেশ কিছু-সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে নামছেন। এর সর্বশেষ সংযোজন ঘটেছে গত ১১ জুলাই এক মিছিলের মাধ্যমে। মিছিলকারী বিএসসি'র ছাত্র-ছাত্রীরা যে প্ল্যাকার্ড বহন করছিলেন, তাতে লেখা ছিল, 'বিএসসিতে বাংলা পড়বো না পড়বো না।'

একটু চমকে যাবার মত দাবি বৈ কি। বাংলাও পড়ব না, যে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪০ সাল থেকে আমাদের পূর্বসূরী বুদ্ধিজীবীরা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করেছেন, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত যে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে এদেশের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত লড়াই করেছেন, রক্ত দিয়েছেন, যে ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবিতে গোটা পাকিস্তান শাসনামল লড়েছে এদেশের মানুষ, শিক্ষার বাহন হিসাবে যে ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে এখনও বুদ্ধিজীবীরা প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি লিখে যাচ্ছেন, সেই ভাষা 'পড়বো না পড়বো না' বলে রাজপথে মিছিল করা যায়—এ ছিল কল্পনারও অতীত। কিন্তু গত ১১ জুলাই সে ঘটনাও ঘটেছে।

কিন্তু কেন এমন অবাক করা দাবি নিয়ে রাজপথে, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন বিএসসি'র ছাত্র-ছাত্রীরা? সম্ভবত তাদের বিবেচনায় 'বাংলা' বিষয়টি তাদের পরীক্ষা পাসের জন্য অতিরিক্ত 'বোঝা'।

তবে কি তাদের জন্য বাংলা শিক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়েছে? তবে কি তারা যথাযথভাবে বাংলা ভাষা শিখে ফেলেছেন? কীভাবে শুদ্ধ বাংলা লেখা যায়, তা তারা রপ্ত করে ফেলেছেন? ধরে নিতে হয় যে, যেহেতু প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটানা ১২ বছর তারা বাংলা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পড়াশোনা করেছেন, সেহেতু তাদের বাংলা জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে। সত্যি সত্যি কি সম্পূর্ণ হয়েছে?

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা বটে। ফলে শিক্ষাবঞ্চিতেরাও বাংলা বলতে ও বুঝতে পারেন। সেক্ষেত্রে শেখার বাকি থাকে বর্ণমালা এবং লেখার ক্ষমতা। সেটুকুও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যারা 'বিএসসিতে বাংলা পড়বো না পড়বো না' বলে স্লোগান তুলেছেন, বিশ্বাস করি, তারাও চান শিক্ষার মাধ্যম হোক বাংলা। উচ্চ শিক্ষার সকল আয়োজন বাংলায় হোক, বাংলায় বিজ্ঞান ও আইনের বইপুস্তক লেখা হোক—জ্ঞানার্জনের পথ হোক সহজতর। তার জন্য সঠিকভাবে বাংলা জানার দরকার আছে।

একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব নিয়ে। সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল ছাত্রসমাজ, বিরোধিতা করেছিল শিক্ষকসমাজ এবং একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। তাদের বক্তব্য হল, ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় পাসের হার ১০/১১ শতাংশে নেমে এসেছিল। কিন্তু ইংরেজী ঐচ্ছিক বিষয় করার পর থেকে পাসের হার ৩৬ শতাংশ দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু ইংরেজীর জন্য এত বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে স্নাতক ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত করার কোন মানে হয় না। তবে ইংরেজী তো ঐচ্ছিক বিষয় আছেই স্নাতক শ্রেণীতে, যে খুশী ইংরেজী পড়ুক, যার ইচ্ছা নেই, না পড়ুক।

এ হয়ত যুক্তির কথা, কিন্তু জ্ঞানের কথা নয়। পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত দেশে তৃতীয় শ্রেণী থেকে কোন একটি দ্বিতীয় ভাষা শিখতে হয়। একাদশ শ্রেণী থেকে তৃতীয় ভাষা। এটা বাধ্যতামূলক। সে সব দেশে এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ তো হয়ই না, বরং প্রতিযোগিতা হয়।

জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষা স্বীকৃত। পৃথিবীর সকল দেশেই এখন ইংরেজী প্রথম আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। আমাদেরও সে পরিস্থিতি মেনে নেয়া ভাল।

তাছাড়া পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। যে কোন চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ অপরিহার্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও তা প্রয়োজনীয়। সে ক্ষেত্রে যদি নিদেনপক্ষে ইংরেজী ভাষার ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা না যায়, তা হলে এ ক্ষেত্রে সাফল্যও হবে সুদূরপরাহত।

সুতরাং বাংলা ভাষার ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং ইংরেজী ভাষা যথাযথভাবে শিখতে হবে। এর কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

এত গেল বাংলা ভাষা পড়ব না, ইংরেজী ভাষা পড়ব না— এই প্রশ্ন। পড়বই না, এমন বিষয়ও আমাদের দেশে কম নেই। আজ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলছে, আমরা আর ক্লাস করব না, কাল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলছে, আজ থেকে ক্লাস বন্ধ। তারপর একদল শিক্ষার্থী বলছে, ওয়ার্ল্ড কাপ দেখব, পরীক্ষা দিতে পারব না। এমনি দাবি নিয়ে আমাদের যুবসমাজ আসলে কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছেন, ক্রমশ তা বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ছে। পড়তে চাই না— এমন দাবি থেকে আমাদের যুবসমাজকে অবশ্যই সরে আসতে হবে।

দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞানান্বেষণের চেয়ে এখন সার্টিফিকেটের দাম ক্রমশ বাড়ছে বলেই মনে হয়। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে তা জাতির জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে বলে আশংকা করি। আজকের প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে তত জ্ঞান এও সমৃদ্ধ, এ ক্ষেত্রে ফাঁকি-ঝুঁকির কোন অবকাশ নেই। সুতরাং এটা পড়ব না, সেটা পড়তে পারবে না—এমন দাবি আমাদের সমাজকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়েই দেবে, সামনে এগিয়ে যেতে দিবে না।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথমত আমরা দাবি করি, অমুক অমুক জায়গায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হোক। এ ব্যাপারে আন্দোলন সংগ্রাম চলতে থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সেই মেডিক্যাল কলেজটিতে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আবার নানান দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। কিছুকাল আগে বিভিন্ন জেলায় নতুন প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা বিভিন্ন দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট পালন করেছে। তাতে ক্ষতি হয়েছে শিক্ষার্থীদেরই। অন্তত একমাস পড়াশোনা বন্ধ থেকেছে। এর ফলে হয় শিক্ষায় ঘাটতি পড়বে, নয়ত সেশন পিছিয়ে যাবে। এতে সরকারের সরাসরি কী ক্ষতি হয় জানি না, কিন্তু জনগণের ক্ষতিই সরকারের ক্ষতি। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদেরও বিবেচনা করে দেখতে হবে, কিসে তাদের শিক্ষায় অগ্রগতি, কিসে বিনাশ।

বাংলা পড়ব না, ইংরেজী পড়ব না বলে আজ যারা দাবি তুলছেন, তারা একটু গভীরে গেলেই দেখতে পেতেন, বাংলার জন্য যারা আন্দোলন করে, তাদের ছেলেমেয়েরা প্রধানত ইংরেজী মাধ্যমেই পড়াশোনা করে। ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনার ফলে তাদের জ্ঞানচর্চার পথও বেশী উন্মুক্ত থাকে। ফলে এসব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ভাল করে এবং ভবিষ্যতে সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারাই শীর্ষস্থান দখল করে একটি নতুন শাসক শ্রেণী গড়ে তোলে। সেখানে ইংরেজী না-জানা লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধই থেকে যায়।

সমাজের অভ্যন্তরে এই প্রতিযোগিতার দিকেও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের খেয়াল রাখা দরকার। আইন করে জ্ঞানার্জনের পথ রুদ্ধ করা যাবে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কেউ ভাল করলে তাকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেউ উপরে উঠে গেল বলে তাকে নামিয়ে আনা যাবে না। বরং অন্যদেরও উপরে উঠবার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিযোগিতায় জয়ের পথ সেটাই।

সে কারণেই আমাদের বক্তব্য হল, যত কম সময়ে যত বেশী পরিশ্রম করে যত বেশী জানা যায়, সেই চেষ্টাই করতে হবে। এর বিপরীতে দাঁড়ালে পরাজয় অনিবার্য। সেই অনিবার্য পরাজয়ের পথে না গিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয় অর্জন করাই হবে মুখ্য কাজ। সেই সাধনাই ছাত্রদের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ।

রেজোয়ান সিদ্দিকী